আলমডাঙ্গায় ব্যাংকের চাকরি প্রত্যাশীদের মানববন্ধন

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত অদক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবিলম্বে ছাঁটাই এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা আলতা মোড়ে ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম এবং বৈষম্যবিরোধী চাকরিপ্রত্যাশী পরিষদের যৌথ আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ব্যাংক লুটেরা ও মাফিয়া চক্র হিসেবে পরিচিত এস আলম গ্রুপের প্রভাবে ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে বিপুলসংখ্যক অদক্ষ কর্মকর্তা অবৈধভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। এর ফলে ব্যাংকিং খাতের পেশাগত মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং মেধাবী চাকরিপ্রত্যাশীরা বঞ্চিত হয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, অবিলম্বে এসব অবৈধ নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার মোবাইল ব্যবসায়ী বিল্লাল হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. সুরুজ আলী (মেডিসিন ব্যবসায়ী), ভুসিমাল ব্যবসায়ী আজিজুল হক এবং একতারুজ্জামানসহ স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

আয়োজকরা জানান, এ আন্দোলন দেশের ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অঞ্চলের একচ্ছত্র নিয়োগ বাতিল করে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ইসলামী ব্যাংকের গাংনী শাখার সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যমুক্ত চাকরি প্রত্যাশী পরিষদ।

হাফেজ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আলামিন হোসেন, আবু সায়েম, রোমান মল্লিক, সিহাব হোসেন, মাহবুব রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই এলাকার হাজারো মানুষকে নিয়োগ দিয়েছে যাদের অনেকেরই একাডেমিক যোগ্যতা নেই। অবিলম্বে এসব নিয়োগ বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশী যুবক অংশ নেন।

গাংনীতে সড়ক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপির) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেছেন, অনিতিবিলম্বে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে সকল ধরণের

অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। ২০২৩ সালের মার্চে সরকার মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের দু পাশে অবৈধ স্থাপনা ভাঙ্গার কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তির কলকাঠি নাড়ানোর কারনে কয়েকটি দোকান ভাঙ্গার পর উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হয়ে যায়। গাংনী থেকে কুষ্টিয়াগামী রাস্তার বাম পাশের একটি বড় সংখ্যক অবৈধ স্থাপনা এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন কারনে সেগুলো এখনো অপসারণ করা হয়নি প্রশাসনের কাছে সে প্রশ্ন করেন তিনি।

প্রশাসনকে তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরে রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ করার দাবিতে আয়োজিত মানববন্ধনে একথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকৌশলী রাশিদুল ইসলাম বোরহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও সহকারী এ্যাট্রনি জেনারেল আ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা রুহুল আমিন, এনসিপির জেলা সংগঠক মোজাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা সরোয়ার হোসেন, জামাল উদ্দিন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাকিল আহমাদ আরও বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের অবৈধ স্থাপনা না ভাঙ্গার জন্য কারা কারা কত টাকা লেনদেন করেছেন সে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে। অবৈধ স্থাপনা কেনো ভাঙ্গা হয়নি জনগণের কাছে তার জবাবদিহিতা করতে হবে। জবাবদিহিতা না করলে কার কাছে কত টাকা খেয়েছেন কারা কারা খেয়েছেন সেটাও প্রকাশ করা হবে। সেদিন পালাতে হবে।

রাস্তার দুপাশে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ না করা প্রসঙ্গে সাকিল আহামদ বলেন, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে বিভিন্ন সরকারি আমলা ও রাজনৈতিক দলের নেতারা অবৈধ স্থাপন উচ্ছেদ অভিযানন বন্ধের সাথে জড়িত।

সাকিল আহমাদ বলেন, বাংলাদেশের যতগুলো বড় রাস্তা বাস্তবায়ন হচ্ছে

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ তার মধ্যে একটি। রাস্তাটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। যার কারণে, প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ রাস্তাটিতে চলতে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তিনি বলেন, রাস্তা নির্মাণের কাজ আটকে থাকলে এই ঠিকাদার কাজটি করতে পারবেনা। পরে ২/৪ বছর এই রাস্তার কাজ করা সম্ভব হবেনা। ফলে এলাকার মানুষের দূর্ভোগ আরও বাড়বে।

তিনি সড়ক বিভাগকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, আগামীকাল থেকে এই রাস্তার কাজ শুরু হয়ে শেষ হতে হবে। এই রাস্তা নির্মাণের মুল সমস্যা তৈরী হয়েছে ইন্টারসেকশন নিয়ে। এই ইন্টারসেকশনের সমাধানও আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে হতে হবে।

তিনি জেলা প্রশাসক ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অনুরোধ করেন ঠিকাদারকে তাগাদা দিয়ে রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য। রাস্তা নির্মাণ কাজ কেউ বাঁধা দিলে জনগনকে সাথে নিয়ে লাঠি নিয়ে দাাঁড়িয়ে থাকা হবে।

তিনি বলেন, কেউ অর্থনৈতিক বা অন্যকোনো সুবিধা নেওয়ার জন্য রাস্তা নির্মাণ বাঁধাগ্রস্থ করতে চাই তাদের আমরা হুশিয়ারী করতে চাই, আপনারা জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা।

তিনি বলেন, যে জণগন ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ভয় পাইনি, সেই জণগন আপনার চোখ রাঙানি কিম্বা হুমকি ভয় পাইনা।

গাংনী পৌর সভার ড্রেন নির্মাণের প্রসঙ্গ টেনে সাকিল আহমাদ বলেন, পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে নির্মাণে আকাঁ বাঁকা সাপের মত করা হচ্ছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন “ বাড়ির সামনে ভাঙবোনা দাও টাকা, বাড়ির সামনে ড্রেন নির্মাণ না করে ড্রেন অন্যদিকে চাপিয়ে দেবো দাও টাকা। যারা এসব কাজের সাথে জড়িত তাদের ফিরে আসার অনুরোধ করেন তিনি। তিনি বলেন, আপনারা জণগনের ও এলাকার উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়াবেননা। আপনারা গাংনীর জণগন ও উন্নয়নের বিপক্ষে দাঁড়ালে প্রতিহত করবে।

তিনি তিনটি দাবী জানিয়ে বলেন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ প্রকাশ করুন রাস্তার পাশে আপনাদের যে জমিতে অবৈধ স্থাপনা রয়েছে কেনো ভাঙ্গা হয়নি? যেসব অবৈধ স্থাপনা রয়েছে অনতিবিলম্বে তা অপসারণ করতে হবে। আগামীকাল থেকে মুল রাস্তার কাজ শুরু হতে হবে। মুল রাস্তার কাজ শুরু হলে ইন্টারসেকশনের কাজ শেষ করতে হবে। এখানকার ব্যবসায়ীদের

ফিরিয়ে আনতে হবে। কোনো প্রকার অনৈতিক সুবিধা না দিয়ে ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ সব ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। সেখানে কেউ বাঁধা দিলে জণগনের সাথে তাঁদের লড়াই বাঁধবে। কেউ ভয় পাবেননা। ভয় পাওয়ার দিন শেষ। এখন পরিবর্তনশীল বাংলাদেশে পরিবর্তণ চাই। কোনো লেজুড়বৃত্তি ও চাঁদাবাজদের ভয় পাবেননা।

উল্লেখ্য, প্রায় সাড়ে ৬ শ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে হলেও গাংনী উপজেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রায় এক শ মিটার রাস্তা নির্মাণ বন্ধ রয়েছে। ফলে এলাকার হাজার হাজার মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

ঝিনাইদহের সাথে দ্রুত রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের সাথে দ্রুত রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। সমন্বয় কমিটির সহসভাপতি এম এ কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক আলাউদ্দীন আজাদ, সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশার, মোশারফ হোসেন, তাজনুর রহমান, জিয়াউল ইসলাম খান, আব্দুস সবুর, আনোয়ার হোসেন, ফখরুদ্দিন মুন্না, ফারুক হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আলমিরাজ, লিয়াকত হোসেন প্রমূখ।

বক্তাগণ বলেন, ঝিনাইদহের ২২ লক্ষ মানুষের একমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থা হলো সড়ক পথ অথচ অন্যান্য অনেক জেলা রেলপথ, সড়কপথ,

আকাশপথ এমনকি নৌপথ দ্বারা সংযুক্ত। বক্তাগণ বলেন, মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলায় রেল যোগাযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা এখনও রেল নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। বক্তাগণ বলেন, অবিলম্বে ঝিনাইদহের সাথে রেল সংযোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা আরও বলেন, রেলপথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

সাংবাদিক আইয়ুবের ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় মানববন্ধন

নরসিংদীতে সংবাদ সংগ্রহের সময় যমুনা টিভির সাংবাদিক আইয়ুব খানের ওপর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার প্রতিবাদে দোষীদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত বিচারের দাবিতে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির যৌথ আয়োজনে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি মোঃ আতিয়ার রহমান, দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সাংবাদিক হাসমত আলী, আবিদ হাসান রিফাত, মিঠুন মাহমুদ, রিপন হোসেন, তুহিনুজ্জামান, আঃ রহমান, ইমতিয়াজ রয়েল, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাংবাদিকরা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেন। আর সেই সত্য প্রকাশ করলেই তাদের ওপর বর্বর হামলা চালানো হয়। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। দোষীদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারের দাবি জানাচ্ছি।

অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

ঝিনাইদহে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে মানববন্ধন

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৃত্যু ও গানের শিক্ষক নিয়োগ না দিয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক মাওলানা শিহাব উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি মাস্টার শহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক জে এম শরিফ হোসেন কাজল, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার সভাপতি ডা.এইচ এম মোমতাজুল করীম, জাতীয় শিক্ষক ফোরামের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. নাজমুল হাসান, আলিয়া মাদ্রাসা বিষয়ক সম্পাদক, প্রভাষক মাওলানা ইসমাইল হোসেন, আইন বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমিন খানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, দেশের শিশুদের নৈতিক শিক্ষার চরম অবক্ষয় রোধ করতে হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। শুধুমাত্র নাচ-গান শেখানোর মাধ্যমে শিশুদের মননশীল বিকাশ সম্ভব নয়। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্ম শিক্ষক নিয়োগের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মুক্তির দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন

জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফসহ দলটির কেন্দ্রীয় ৫ নেতা হত্যা মামলার ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি রওশন আলীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রওশন আলীর ছেলে আমির হামজা। এছাড়া এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নিয়ে রওশন আলীর মুক্তির দাবি জানান।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সন্ত্রাসবিরোধী এক জনসভা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা এলোপাতাড়ি গুলি ও বোমা হামলা চালায়। ঘটনাস্থলে নিহত হন জাসদের কেন্দ্রীয় সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদ, কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি লোকমান হোসেন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইয়াকুব আলী, স্থানীয় জাসদ নেতা ইসরাইল হোসেন ও সমশের মণ্ডল।

ঘটনার দিনই পুলিশ বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করে। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের সাড়ে ৫ বছর পর ২০০৪ সালের ৩০ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১০ আসামির ফাঁসি ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। আপিলের পর ২০০৮ সালের ৫ আগস্ট হাইকোর্ট রওশন আলীসহ ৯ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখে এবং একজনকে খালাস দেয়। এছাড়া ১২ জনের সাজা মওকুফ করা হয়।

এসময় মামলার এজাহারভুক্ত ১৯ নং আসামি রওশন আলী পলাতক ছিলেন। ২০২১ সালের ১৬ আগস্ট রাজশাহী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বর্তমানে তিনি যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।

পরিবারের দাবি, আওয়ামী লীগ সরকারের রোষানলে পড়ে তৎকালীন কাজিপুর

ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রওশন আলীকে এই মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে।

কালীগঞ্জে জমির ন্যায্য মূল্যের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমির মালিকরা রোববার ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসুচি পালন করেছে।

মানববন্ধন শেষে দুপুরে বৈষম্য নিরসন ও ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পক্ষে হাজী মো. শহিদুল ইসলাম, ওবায়দুল ইসলাম পাটোয়ারী, ফরিদ উদ্দিন মিয়া, জালাল উদ্দীন ও আবু জাফর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মালিকরা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়ালের কাছে অভিযোগ করেন, ৭ ধারা ও ৮ ধারার নোটিশ পাওয়ার পর তারা তাদের মতামত তুলে ধরতে পারেনি। এতে ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত না হওয়ায় কয়েক হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। ফলে পুনঃতদন্ত করে জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য দাবী জানানো হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল জমির মালিকদের দাবী ধৈর্য্য সহকারে শোনের এবং তাদের দাবী যথাস্থানে পৌছে দেবার আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প শুরুর পর থেকে ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা তাদের দাবী পুরণের জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছেন। ক্ষতিগ্রস্থ জমির মালিকরা অধিগ্রহণকৃত জমির ৮ ধারা প্রত্যাহার, পুনরায় সার্ভে করে স্থাপনা ও জমির বর্তমান ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা না হলে তারা হরতাল, অবরোধ ও

প্রয়োজনে আত্মহুতি দেওয়া হবে বলেও হুসিয়ারী দেন।

কাঁচা রাস্তায় দুর্ভোগ-গাংনী ঝোরপাড়া গ্রাম

“কাঁদা মাড়িয়ে প্রতিদিনই চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামের সহাস্রাধিক মানুষকে। জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছ থেকে আশ্বাসের বাণী মিলেছে বহুবার, কিন্তু মেলেনি একটি পাকা রাস্তা।” জানা গেছে, “দীর্ঘদিন ধরে মাত্র চার কিলোমিটার সড়কটি পাকাকরণের দাবিতে জনপ্রতিনিধি ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসি।

কিন্তু আশ্বাসেই আটকে আছে ঝোরপাড়া গ্রামের রাস্তা উন্নয়নের সেই প্রতিশ্রুতি। ঝোড়পাড়া গ্রামের সহস্রাধিক মানুষ রাস্তার কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ”কাঁদার কারণে বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না এই গ্রামের শতাধিক শিক্ষার্থী। ফসল ঘরে তুলতেও ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে কৃষকদের। এলাকাবাসির জানান, রাস্তাঘাটের এই দুরবস্থার কারণে অসুস্থ মানুষকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।”

দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কাছে ঘুরে কোনো কাজ হয়নি তাদের। একারণে “আজ শুক্রবার বিকেলে একটি পাকাপাকা রাস্তার দাবিতে মানববন্ধন করেন স্থানীয়রা। এসময় প্রতিবাদ জানাতে সড়কের ওপরেই ধান রোপণ করেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, আমরা বারবার বলছি, ধর্ণা দিচ্ছি, কিন্তু এখনো কোনো কাজ হয়নি এই রাস্তায় হাঁটাচলা করা আমাদের জন্য একেবারেই কষ্টকর।” ঝোড়পাড়া গ্রামের সায়েম হোসেন বলেন, “আমরা বারবার ধর্ণা ধরেছি কোনো কাজ হয়নি। রাস্তা না হওয়ার কারণে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। রাস্তাটি পাকা করণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে জরিপ করে একটি আইডি (যার নং ২৫৭৪৭৫২২৬) অথচ, রাস্তাটি নির্মাণ করা হয়নি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, তৎকালিন সময়ে রাস্তাটি পাকাকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগের এমপি ও স্থানীয় কয়েকজন নেতা রাস্তার

বরাদ্দ কেটে নিয়ে অন্য স্থানে রাস্তা নির্মাণ করেছে।

অথচ, এই রাস্তাটি দিয়ে এলাকার ৪/৫ টি গ্রামের মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। তাদের ফসল তোলা থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল কাজ করে থাকেন। স্কুল ছাত্রী আসমানি খাতুন ও ইরানী জানান, “রাস্তায় কাদার কারণে আমাদের স্কুলে যাওয়া হয় না, কাঁদা মাড়িয়ে যেতে পারি না। আমাদের পোশাক ও বই খাতা ভিজে যায়।রাস্তাটি পাকা করে আমাদের দুর্ভোগ কমানোর জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি।

আহমেদ আলী ও রবগুল হোসেন নামের দুই ব্যক্তি জানান “বয়স ৯০ বছর হয়ে গেছে, ৮ জন এমপি পার করেছি। কেউ আমাদের দেখেনি। এই রাস্তাটি নিয়ে বেচাকেনা হয়েছে শুধু। আমরা বার বার তাদের কাছে আবেদন করেছি। আমাদের আবেদন তাঁদের কাছে তুচ্ছই থেকেছে। এবার ভোট চাইতে আসলে তাদের সেই জবাব দেওয়া হবে।”

রমেলা খাতুন ও জাহানারা ভানু নামের দুজন নারী জানান, “রাস্তার কারণে রোগী হলে নিয়ে যেতে পারিনি। ভ্যান গাড়িও আসেনা। মাঠের আবাদ পানি তুলতে পারিনি। ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো যায়না। আমরা বৃদ্ধদের নিয়ে বড় সমস্যায় আছি। এই গ্রামের মেয়েদের শুধু রাস্তার কারণে বিয়ে পর্যন্ত হতে চাইনা।”

গাংনী উপজেলার রাইপুর ইউনিয়নের ঝোরপাড়া গ্রামে কেবলমমাত্র একটি রাস্তা না থাকায় প্রায় সহস্রাধিক মানুষ বছরের পর বছর ধরে এমন দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। কবে মিলবে আশ্বাসের বাইরে বাস্তব উন্নয়ন সেই প্রশ্নই এখন স্থানীয়দের।”

মেহেরপুরে সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

এন্ট্রি পদ নবম গ্রেড ধরে চারস্তরীয় একাডেমিক পদ সোপানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন সহকারি শিক্ষক তানিয়া মাসুদা, আবু হানিফ ও জাহাঙ্গীর আলমসহ শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষকরা বলেন, ১৯৭৩ সালের পর থেকেই এই আন্দোলন চলে আসছে। নানা জটিলতা রয়েছে তবে সরকারের সদ্দিচ্ছা থাকলে দাবি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব।